আমাদের সময় ৩১.১২.১৭

ব্রহ্মপুত্রের তীরে হচ্ছে পরিকল্পিত নগর

মো. নজরুল ইসলাম, ময়মনসিংহ ●

আন্তর্জাতিকমানের সর্বাধুনিক সুযোগ-সুবিধাসংবলিত দৃষ্টিনন্দন ময়মনসিংহ বিভাগীয় শহর ব্রহ্মপুত্র নদের ওপারের চরাঞ্চলে গড়ে তোলা হচ্ছে। পরিকল্পিত এই শহর গড়ে তুলতে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় চার হাজার ৩৬৬ একর জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া চলছে। অধিগ্রহণ এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং শতভাগ লোককে সম্মানজনক পুনর্বাসনের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশ দিয়েছেন। ৫২টি ব্লকে বিশেষ আবাসিক এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের প্লট দিয়ে পুনর্বাসন করা হবে। প্রথমেই শুরু হবে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া। নয়া ব্লকে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানিসহ অন্যান্য সুযোহ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। ছয় হাজার ৩০০ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, যা এখন অর্থ মন্ত্রণালয়ে রয়েছে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত জমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসনসংক্রান্ত এক সভায় ময়মনসিংহ বিভাগীয় কমিশনার জি এম সালেহ উদ্দিন এসব তথ্য জানান। সভায় বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক ও চরাঞ্চলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি, নাগরিক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

বিভাগীয় কমিশনার জানান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ক্ষতিগ্রস্তদের শতভাগ পুনর্বাসনে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বর্তমান সরকার অধিগ্রহণকৃত জমির মূল্য তিনগুণ বৃদ্ধি করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। তাই ক্ষমিগ্রস্তরা জমির প্রচুর মূল্য পাবেন। বিভাগীয় নয়া শহর এলাকার বাসিন্দাদের জন্য প্রথমে ২টি ও পরে ১১টি এবং সর্বশেষ ৫২টি আবাসিক ব্লকে পুনর্বাসন করা হবে। নয়া ওই শহরে সুদূরপ্রসারী চিন্তা করে ১৫০ ফুট, ১০০ ফুট এবং ৬০ ফুট করে রাস্তা নির্মাণ করা হবে। সড়ক নির্মাণ করতে মোট এলাকার ৩০ ভাগ বাড়িঘর স্থানান্তর করা লাগবে। বর্তমানে ঘনবসতিপূর্ণ বিদ্যমান বাড়িঘরের ৩০ ভাগ লোককে নিজ বসতবাড়িতেই পুনর্বাসিত করার সুযোগ রাখা হয়েছে। বাকি ৭০ ভাগ যাদের বাড়ির জমি (এওয়াজ-বদল) স্থানান্তর হবে, তাদের নিজ বাড়ি থেকে ৩০০ মিটার থেকে সাড়ে ৩০০ মিটার দূরত্বের মধ্যে আবাসিক ব্লকে পুনর্বাসন করা হবে।

এই কর্মকর্তা আরও জানান, পুনর্বাসন ব্লকে প্রত্যেক পরিবারকে প্রায় সাড়ে ৪ শতাংশ করে জমি দেওয়া হবে। ওই নয়া শহরে বাড়িঘর নির্মাণে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রদত্ত ড্রয়িং ও ডিজাইন অনুসারে সৌন্দর্যমণ্ডিত বাড়ি করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বিভাগীয় কমিশনার আরও জানান, পরিসংখ্যান

- ৪৩৬৬ একর জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া চলছে
- ক্ষতিগ্রস্তদের ৫২টি ব্লকে প্লট দিয়ে পুনর্বাসন করা হবে

বিভাগ কর্তৃক ২০১৭ সালের খানা জরিপ অনুসারে প্রস্তাবিত নতুন শহরে মোট ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা হচ্ছে ৬ হাজার ৪৫৫টি, আর মোট লোকসংখ্যা হচ্ছে ২৯ হাজার ২৪২ জন। বর্তমানে বিদ্যমান বাড়িঘরের মোট জমির পরিমাণ ৩৬৭ একর। তন্মধ্যে পুনর্বাসিত প্রকল্পে বসতমালিকদের বাড়ি করার জন্য জমি ফেরত দেওয়া হবে ৩০৭ একর। পুনর্বাসিত এলাকায় গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির সুযোগ দেওয়া হবে। পরিসংখ্যান বিভাগে খানা জরিপে কেউ যদি বাদ পড়ে থাকেন, তাদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে জানান তিনি।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, নয়া এই শহরে সকল বিভাগীয় দপ্তর ছাড়াও ময়মনসিংহ শিক্ষাবোর্ড, একটি সরকারি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটার, লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বিয়াম ও বিয়াম স্কুল, বিসিএস প্রশাসন একাডেমী, মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, রেঞ্জ ও মেট্রো পুলিশ লাইন, বিভাগীয় সার্কিট হাউস, আইটি পার্ক, আন্তর্জাতিক কনভেনশনস সেন্টার, সরকারি আনন্দ মোহন কলেজের শাখা, শিশু হাসপাতাল, পার্ক, আন্তর্জাতিকমানের বিভাগীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম, শিক্ষা ব্লক, স্বাস্থ্য ব্লক, বিশাল লেক, ৫২টি স্পেশাল আবাসিক এলাকা, পর্যটন স্পট, কয়েকটি সুপার মার্কেট, বাজারসহ নাগরিকদের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থাকবে। সরকারের এই মহতি লক্ষ্য বাস্তবায়নে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের সুদক্ষ প্রকৌশলীরা নানা পরিকল্পনা প্রণয়ন করছেন।

ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসক মো. খলিলুর রহমান জানান, সদর উপজেলার চরাঞ্চলের আট মৌজার অংশবিশেষ নিয়ে ৪ হাজার ৩৬৬ একর জমিতে বিভাগীয় দপ্তরসহ অন্যান্য স্থাপনার জন্য জমি অধিগ্রহণে সরকারের কাছে প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত জমির মধ্যে চর টাউন এবং চর জেলখানা নামে দুটি বড় মৌজা রয়েছে। তবে এই দুটি মৌজায় কোনো জনবসতি নেই। এ ছাড়া ৬টি মৌজার আংশিক এলাকা রয়েছে। প্রস্তাবিত এলাকায় বসতঘর, রান্নাঘর, টয়লেট, গোয়ালঘর, ছোট ছোট দোকানঘর, বৈঠকঘর এবং অন্যান্য স্থাপনাসহ মোট ৮ হাজার ৫০২টি স্থাপনার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। সরকারের অনুমোদন পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান তিনি।

ময়মনসিংহে অত্যাধুনিক পরিকল্পিত শহর গড়ে তুলতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছেন ময়মনসিংহ জেলা নাগরিক আন্দোলনের সভাপতি অ্যাডভোকেট আনিসুর রহমান খান ও সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার নূরুল আমিন কালাম। একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্তরা যাতে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পান এবং যাতে হয়রানির শিকার না হন, সে ব্যাপারে সরকারি কর্মকর্তাদের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার আহ্বান জানান।